টেকসই উন্নয়ন
অভীষ্ট

তৃণমূল পর্যায়ে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা Sustainable Development Goals (SDGs) **অর্জন: স্থানীয় সরকার পরিপ্রেক্ষিত।**

মূল দর্শন: দেশের ঐতিহ্য, আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করা।

কার্যক্রম: ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনের জন্য সরকারি কর্মচারী ও নাগরিক সমাজের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জি আই ইউ)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর একটি উদ্যোগ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমূহ:

সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসইভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র ব্যক্তি/ পরিবারকে স্বাবলম্বী করে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা। যে সকল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা দারিদ্র্যকে প্রভাবিত করে তা মোকাবেলায় দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে তোলা।

পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে ক্ষুধা, অপুষ্টি দূর ও স্থানীয় খাদ্য মজুদের ভারসাম্য সৃষ্টি করা। একই সাথে, সেচ ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক জলাধারের ধারণক্ষমতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম অবকাঠামোর ব্যবহার কমিয়ে একটি প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক টেকসই কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

সুস্থ্য ও সচেতন জীবনযাপন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে দক্ষতার সাথে পরিচালিত করা । মাতৃ ও শিশুমৃত্যু, মহামারী ও প্রাণঘাতী রোগসমূহ মোকাবেলায় সাধারণ মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সকল প্রকার মানুষের জন্য টেকসই, কল্যাণকর জীবন ও জীবিকার সুযোগ এবং সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। তৃণমূল পর্যায়ে পেশাভিত্তিক কারিগরী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তথা সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

পরিকল্পিত পানির উৎস সংরক্ষণ উদ্যোগ ও দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের সকলের জন্য, বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সকলকে আধুনিক, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া। জ্বালানি বা বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সর্বনিম্ন রাখা।

প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য যোগ্যতা অনুসারে টেকসই ও মানসম্মত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। ব্যক্তির ও সমাজের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিকদের পরিবেশ ও সমাজবান্ধব জীবিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা।

মানব বসতি, কৃষিজমি, বন, পাহাড় ও জলাশয়সহ সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত রেখে বাড়িঘর নির্মাণ ও শিল্প অবকাঠামো স্থাপনে অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক টেকসই প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহার করা ।

অপেক্ষাকৃত বেশি দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলসমূহে উন্নয়ন ও কাজের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় ও জীবনমানের অসাম্য দূর করা।

পরিকল্পিত বসতি স্থাপন, টেকসই ও পরিবেশসম্মত উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে মানব বসতিসমূহকে নিরাপদ, প্রতিকূলতা সহনীয় এবং টেকসই করে তোলা।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভোগ্যপণ্যের স্বাভাবিক উৎপাদন ও ব্যবহার টেকসই করার লক্ষ্যে এ সকল সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার ও এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্যাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি, নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে স্থানীয় পর্যায়ে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এসকল ঝুঁকি প্রশমন করে স্থানীয় রীতি ও মূল্যবোধ সম্পন্ন টেকসই জীবনাচার পালনে সমাজের সকলকে ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা ও ব্যবহার বিবেচনা করে মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ সম্পদসহ সকল প্রকার জলজ প্রাণি ও সম্পদের নিয়ন্ত্রিত ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে এসব সম্পদ ও প্রাকৃতিক উপাদানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।

প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন স্থানীয় বায়ুমন্ডল, জলাধার, বনাঞ্চল, পাহাড় ইত্যাদির স্বাভাবিকতা, বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, পুনরুদ্ধার, পুনঃসৃজন এবং এসব সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কাজের মাধ্যমে এমন সমাজ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা যেখানে ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, সমঅধিকার, জবাবদিহিতা, বহুমতের প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সরল জীবনযাপনের সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

সামাজিক কার্যক্রমে সমাজের সকল পর্যায় ও আন্তঃ আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব, আন্তঃআঞ্চলিক (এলাকা) সম্পর্ক উন্নয়ন করা যার ফলে সমগ্র অঞ্চলে উন্নয়ন টেকসই হয়।

সরকারি কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ফলপ্রসূভাবে অর্জনের জন্য স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করবেন এবং উপরোক্ত অভীষ্টসমূহ বিবেচনায় রেখে কর্মসম্পাদন করবেন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে উপজেলা/ ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিসমূহের ভূমিকা:

কর নিরূপণ ও আদায় সংক্রান্ত কমিটি (অভীষ্ট- ১, ১০, ১৭)

১। ইউনিয়ন পরিষদের কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকা রাখা। সামাজিক সমঝোতা, অংশীদারিত্ব ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে কম এবং সক্ষম নাগরিকগণের অপেক্ষাকৃত বেশি কর প্রদানের সংস্কৃতি চর্চা এবং করের অর্থে সমাজের দরিদ্র্য অংশটির জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কমিটি (অভীষ্ট- ৩, ৪, ৫)

১। সমাজের সকল বয়স ও স্তরের মানুষের জীবন-জীবিকার বিকাশ এবং সমাজ ও পরিবেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষমতা সৃষ্টিকারী শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা।

২। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির আলোকে সমাজের সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন উৎসাহিত করা।

৩। অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং ভবিষ্যত বিবেচনা করে সন্তান গ্রহণ তথা পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা।

কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি (অভীষ্ট- ২, ৮, ১২, ১৪)

১। ইউনিয়নে শস্য ও ফসলের চাষাবাদে স্থানীয় চাহিদা, পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করে ফসলের চাষ ও মজুদ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবেলায় স্থানীয় সক্ষমতা গড়ে ওঠে। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায় রাসায়নিক ও যান্ত্রিক কৃত্রিম পদ্ধতির চেয়ে যথাসম্ভব জৈব উপকরণ ও টেকসই জলাশয় নির্মাণ প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা উৎসাহিত করা।

২। মাছসহ সকল জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির বিকাশ অব্যাহত রেখে জলজ সম্পদের প্রাকৃতিক উৎসগুলোকে ব্যবহার করা । স্থানীয় আমিষের চাহিদা বিবেচনায় গবাদি পশু ও দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি, মা মাছ, মাছের ডিম, শামুক ঝিনুকসহ সকল প্রকার পানিতে জন্মানো উদ্ভিদের পরিমিত ও দূরদর্শী ব্যবহার। জলজ উদ্ভিদের যথেচ্ছ আহরণ ও পাখিসহ সকল বন্যপ্রাণি শিকার বন্ধ করা।

৩। কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ সংক্রান্ত আধুনিক খামার ও ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের সকল সক্ষম ব্যক্তির জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি (অভীষ্ট- ২, ৮, ১২, ১৪)

১। বাড়িঘর, ব্যবসাকেন্দ্র বা শিল্প অবকাঠামো নির্মাণে পরিকল্পিতভাবে স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার মাধ্যমে কৃষিজমি, জলাশয়, বন ও পাহাড়সহ সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা করা। অবকাঠামো ও দৈনন্দিন কাজে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষকে বিদ্যুৎ ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎস (যেমন: সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস ইত্যাদি) ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা। নতুন আবাসস্থল নির্মাণের ক্ষেত্রে কৃষিজমি ব্যবহার না করে বহুতল ভবন নির্মাণে উৎসাহিত করা।

স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ক কমিটি (অভীষ্ট- ৬)

১। একটি পরিকল্পিত পানির উৎস সংরক্ষণ উদ্যোগ ও দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের সকলের জন্য, বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুপেয় পানি এবং গৃহস্থালী, হাটবাজার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানে পাকা ড্রেনসহ পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

সমাজ কল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি (অভীষ্ট- ১৩, ১৫)

১। জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি, নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে স্থানীয় পর্যায়ে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং স্থানীয় পদ্ধতি, উপাদান, সংস্কৃতি এবং জীবনাচার চর্চার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার সক্ষমতা অর্জন।

পরিবেশ বিষয়ক কমিটি (অভীষ্ট- ১৩, ১৫)

১। প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন স্থানীয় বায়ুমন্ডল, জলাধার, বনাঞ্চল, পাহাড় ইত্যাদির স্বাভাবিকতা, বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, পুনরুদ্ধার, সৃজন এবং এসব সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা। ইটভাটার অতিরিক্ত ও অস্বাস্থ্যকর ব্যবহার, প্রবাহমান নদীতে বাঁধ দেয়া, জলাশয়ের ক্ষুদ্র প্রাণী যেমন শামুক ঝিনুক হত্যা, জলজ উদ্ভিদ নষ্ট করা ইত্যাদি ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকতে সামাজিক চেতনা ও সম্মতি সৃষ্টি করা।

পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক কমিটি (অভীষ্ট- ২, ১৬)

১। পারিবারিক বিরোধ নিরসনে দেশের বিদ্যমান আইনের মধ্যে থেকে স্থানীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ আর সমঝোতার প্রয়োগ করা।

২। পরিবার ও সমাজের কার্যক্রমে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো, নারী উদ্যোক্তা ও পেশাজীবীদের উৎসাহিত করা, কন্যা শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা, আইন বহির্ভূত কন্যা সন্তানের বিবাহ নিরুৎসাহিত করা।

৩। সমাজের সকল শিশুর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, খেলাধুলাসহ সকল প্রকার সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করা। শিশুর প্রতি সকল প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ, শিশুশ্রম বন্ধ করা। ধনী গরীব নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর জন্য সমাজে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

ইউনিয়ন স্থায়ী কমিটিসমূহের দায়িত্ব: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য করণীয় বিষয়সমূহ সমাজের সদস্যদের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়, সামাজিক সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে চর্চা ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। টেকসই জীবনাচারের দীর্ঘমেয়াদী সুফলের বিষয়ে সমাজের সকলকে সচেতন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত সরকারি কার্যক্রম সমন্বয়ে অবদান রাখছে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জি আই ইউ)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
তেঁজগাও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৮৮-০২-৯১৩৬৯০১ ই-মেইল: innovation@pmo.gov.bd
www.giupmo.gov.bd